ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১৫৬৪
আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২০

সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে নতুন ৩০ হাজার জনকে সামাজিক ভাতা দেওয়া হবে ঃ মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত

মন্ত্রিসভার বৈঠকে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে নতুন ৩০ হাজার জনকে সামাজিক ভাতা প্রদানের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে গতকাল অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত এই সিদ্ধান্তের কথা জানান শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। তিনি আরও জানান, গত ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রাজ্যে নতুন ৩০ হাজার জনকে ভাতা প্রদানের ঘোষণা দিয়েছিলেন। সেই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতেই গতকাল মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা, গৃহ সহায়িকা ভাতা সহ ২০টি ক্যাটাগরিতে নতুন এই ৩০ হাজার ভাতা প্রদান করা হবে। এরজন্য আবেদনকারীর বার্ষিক আয় ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হতে হবে। আগামী ১ অক্টোবর থেকে ১৫ নভেম্বরের মধ্যে আবেদনকারীরা সিডিপিও কার্যালয় বা সংশ্লিষ্ট বিডিও অফিসে আবেদনপত্র সংগ্রহ করে জমা দিতে পারবেন। আবেদনপত্রের সঙ্গে বয়সের প্রমাণপত্র, মহকুমা শাসক কর্তৃক ইনকাম সার্টিফিকেট, প্রতিবন্ধী সার্টিফিকেট, পি আর টি সি অথবা রেশনকার্ডের কপি জমা দিতে হবে। আবেদনপত্র স্ক্রুটিনী করার পর তা ব্লকস্তরে পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান, এডিসি এলাকাস্তরে বিএসি'র চেয়ারম্যান, নগর বা পুর এলাকাস্তরে চেয়ারপার্সন এবং আগরতলা পুর নিগম এলাকাস্তরে রিকোমেন্ডিং অথরিটি মেয়রের নিকট সুপারিশের জন্য পাঠানো হবে। রিকোমেন্ডিং অথরিটির সুপারিশের পর সুবিধাভোগীদের চূড়ান্ত নির্বাচনের জন্য আবেদপত্রগুলি জেলাস্তরীয় নির্বাচন কমিটির নিকট প্রেরণ করা হবে। জেলাস্তরীয় নির্বাচন কমিটিতে ৮টি জেলা থেকে ৮ জন বিধায়ককে চেয়ারপার্সন হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জন্য বিধায়ক ডা. দিলীপ কুমার দাস, খোয়াই জেলার জন্য বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, ধলাই জেলার জন্য বিধায়ক পরিমল দেববর্মা, উনকোটি জেলার জন্য বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস, উত্তর ত্রিপুরা জেলার জন্য বিধায়ক প্রেম কুমার রিয়াং, সিপাহীজলা জেলার জন্য বিধায়ক সুভাষ চন্দ্র দাস, গোমতী জেলার জন্য বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জন্য বিধায়ক শঙ্কর রায়কে চেয়ারপার্সন হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। নতুন ৩০ হাজার জনকে আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে ভাতা প্রদান করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে বলে শিক্ষামন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান।

সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী জানান, রাজ্যে বর্তমানে ৩ লক্ষ ৯১ হাজার জন সামাজিক ভাতা পাচ্ছেন। এরমধ্যে ৩টি কেন্দ্রীয় প্রকল্পে ভাতা পাচ্ছেন ১ লক্ষ ৪১ হাজার জন। বর্তমান রাজ্য সরকার ভাতার পরিমাণ ৭০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১,০০০ টাকা করেছে। এরফলে বার্ষিক ব্যয় হচ্ছে ৪২০ কোটি টাকা। তিনি আরও জানান, করোনা প্রকোপের সময় সামাজিক ভাতা প্রাপকদের ২ মাসের অগ্রিম ভাতা প্রদান করেছে সরকার। তাছাড়াও কেন্দ্রীয় প্রকল্পে ভাতাপ্রাপ্ত ১ লক্ষ ৪১ হাজার জনকে করোনা প্রকোপের সময় অতিরিক্ত ১,০০০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে। তাতে রাজ্য সরকারের ১৪ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে বলে শিক্ষামন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান।